কৃষি পাক্ষিক

সবুজ সোনা

SABUJ SONA

সবুজ সোনা

Ranaghat, 1st January , 2017 ১৬ই পৌষ, ১৪২৩

সুন্দরবনে সুসংহত ও জৈব পদ্ধতিতে চাষ করে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সম্প্রতি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিউজ (Nature Environment and Wild Life Society) আয়োজিত সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের চাষিবন্ধুদের নিয়ে সুতপা মন্ডলের বাড়িতে প্রদর্শনীমূলক কৃষি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবনের প্রায় সমস্ত ব্লক থেকে আগত জৈব চাষের সঙ্গে যুক্ত ৩০ জন চাষিবন্ধু, স্থানীয় প্রশাসনিক ও জনপ্রতিনিধি, নিউজ-এর কর্মীবৃন্দ এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য মৎস্যদপ্তর থেকে আগত আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞরা। উত্তর ২৪ পরগনার জেলার সন্দেশখালি ২নং ব্লকের জয়গোপালপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রীমতি সুতপা মন্ডল ও তার স্বামী শ্রীপরিমল মন্ডল তাদের বাড়ি সংলগ্ন ১৫ কাঠা চাষের জমি ও ২টি পুকুরে দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর ধরে জৈব উপায়ে সুসংহত পদ্ধতিতে চাষবাস, প্রাণীপালন ও মাছচাষ করছেন।

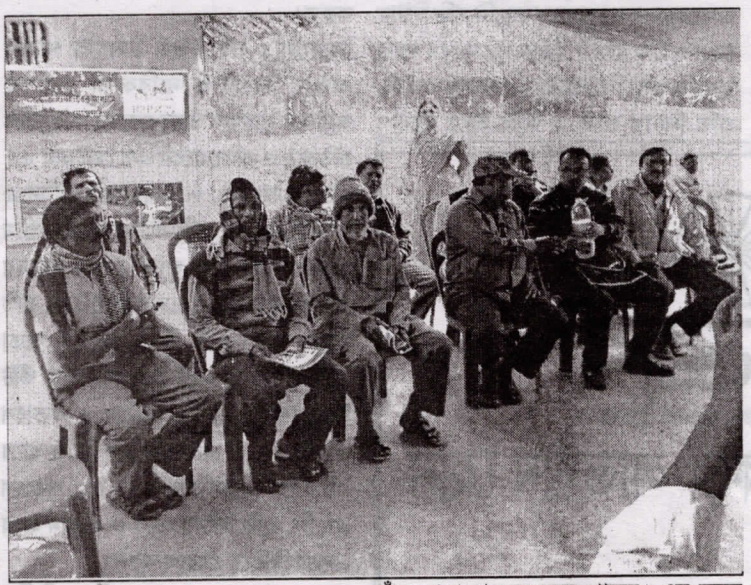

উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে সুতপা মন্ডল সবিস্তারে বর্ণনা করলেন যে কিভাবে তিনি রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে বাড়িতে তৈরি জৈব উপাদান দিয়ে চাষবাস করে খরচের পরিমান কমিয়েছেন এবং লাভবান হয়েছেন।

বাড়ি সংলগ্ন দুটি পুকুরের (১৫ কাঠা + ৫ কাঠা) তিনি চিংড়ি মাছসহ রুই, কাতলা, মৃগেল চাষ করছেন এবং খাবার হিসেবে ব্যবহার করছেন বাড়িতে তৈরি ধান, গম ও খোল পেষাই করা খাবার এবং কাঁচাগোবর, গোমূত্র, ঝোলাগুড় দিয়ে তৈরি করা মিনারেল দ্রবণ। সঙ্গে রেখেছেন ৫০টি খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁস যারা পুকুরে চড়ে খাচ্ছে। এর ফলে পুকুরে কম খাবার লাগছে এবং মাছের বৃদ্ধিও দ্রুত হচ্ছে। বাড়ির খড়কুটো, ফেলে দেওয়া আবর্জনা, গরু ছাগলের বিষ্ঠা ইত্যাদি দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করছেন কেঁচোসার। বাড়ির ৩টি দেশী গরুর গোমূত্র নিয়মিত সংগ্রহ করে, তার সঙ্গে নিমপাতা পচিয়ে তৈরি করছেন জৈব কীটনাশক এবং সেগুলি ব্যবহার করছেন সবজি বাগানে। খরিফে

(এরপর ছয়ের পাতায়)

সুন্দরবনে সুসংহত ও জৈব

(তিনের পাতার পর)

পুকুর লাগোয়া ৩ কাঠা জমিতে জৈব উপায়ে 'শ্রী' পদ্ধতিতে ধান চাষ করে প্রচুর ফলন পেয়েছেন। এই ভাবে চাষ করে দীর্ঘদিন তাকে দোকানমুখী হতে হয়নি এবং খরচের পরিমানও অনেকটাই কমিয়েছেন। সুতপা দেবীর এই সাফল্য দেখে সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত চাষিবন্ধুরা খুবই উচ্ছসিত। সুতপা দেবীর এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিউজ এর হার্মেস প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সহায়তা।